JUN. 06 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বগুড়ায় আন্তর্জাতিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

বগুড়ায় শিগগিরই 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন' নামে একটি বিশেষায়িত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা গ্রুপের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন দাতাদেশ ও সংস্থার অর্থায়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এখানে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের দু'হাজার ছাত্রী ভর্তি করা হবে। তাদের অর্ধেকই হবে সমাজের দরিদ্র অংশ থেকে আসা।

উদ্যোক্তা গ্রুপের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর শেষে এই প্রকল্প এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েক বছর আগে ইউনেস্কো ও বিশ্বব্যাংক গঠিত একটি যৌথ

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

বিশ্ববিদ্যালয় : বগুড়া

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্যানেল এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা দেয়। বহুবছর ধরে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সরকার ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির আওতায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি যাতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাধীনভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা জাতীয়তা নির্বিশেষে সবার জন্য বৈষম্যহীনতার নীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার নিশ্চয়তা দিয়ে সংসদে একটি আইন পাস করা হবে। এছাড়া ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার শুধু মহিলাদের নিয়ে একটি নিরাপত্তা বাহিনীও গড়ে তুলবে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ২০০৫ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে ক্যাম্পাস নির্মাণসহ অন্যান্য আয়োজন সম্পন্ন করা হবে।

আন্তর্জাতিক এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়। সফরকারী প্রতিনিধি দলের নেতা উইলিয়াম রিড গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, তারা চান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী হয়ে বের হবে। এটিকে বৃহৎ কলেবর না দিয়ে বরং উন্নত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে। অভাবী অথচ মেধাবী ছাত্রীদের জন্য এখানে পূর্ণ স্কলারশিপ দেয়া হবে।

সফরকারী দলটি আজ বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবে। ঢাকায় অবস্থানকালে তারা শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ, সরকারের প্রতিনিধি, কূটনীতিক ও দাতা গ্রুপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের বিষয় পরীক্ষা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে তারা এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এর আন্তর্জাতিক সাপোর্ট কমিটির কাছে রিপোর্ট করবেন। এই কমিটিই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য লোন ডিকল্যায়ের এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করছেন।

এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গতকাল বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, প্রতিমন্ত্রী অ ন ম এহছানুল হক মিলন ও উপমন্ত্রী মোঃ আবদুস সালামের বক্তব্য পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে শেষ মুহূর্তে সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করা হয়।